যুগান্তর

তারিখ 30 MAY 2008
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

মাধ্যমিক শিক্ষকদের এসিআর লেখা হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

এখন থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকদের এসিআর সংরক্ষণ করা হবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের বছরের শুরুতেই পাঠদানের পরিকল্পনাও তৈরি করে তা থানা শিক্ষা অফিস এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে জমা দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার মান, পরিবেশ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার এই নতুন নিয়ম করেছে। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে পরিপত্র জারি করে। এখন থেকে সহকারী শিক্ষকদের এসিআর লিখবেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধানের এসিআর লিখবেন প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের এসিআর লিখবেন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি যৌথভাবে। তবে পরিপত্র জারির দিনই শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। কিছু শিক্ষক বিষয়টি ভালো এবং সুষ্ঠু প্রয়োগে ইতিবাচক ফললাভ সম্ভব বলে মনে করেন। কিন্তু শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটসহ কয়েক শিক্ষক সংগঠন দাবি করেছে, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে প্রধান শিক্ষকের এসিআর লেখার ক্ষমতা দেয়া অপমানজনক হয়েছে। কেননা, পদমর্যাদায় ওই কর্মকর্তা প্রধান শিক্ষকের চেয়ে নিচে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মূলত বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শিক্ষক সংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়েছে। তবে শিক্ষার গুণগত মানের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। এ অবস্থায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের উৎসাহিতকরণ এবং দুর্বল শিক্ষকদের উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য তাদের যোগ্যতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা দরকার। কিন্তু এই পদক্ষেপ

হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

হবে : লেখা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেয়া হয়নি। এরই অংশ হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষকদের বার্ষিক ভিত্তিতে কর্মমূল্যায়ন করা হবে। পেশাগত অভিজ্ঞতা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ), স্কুল পারফরমেন্স ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (এসপিবিএম), পাঠ্যসূচি, সহকর্মী-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের কর্মমূল্যায়নও করা হবে। এ জন্য মন্ত্রণালয় একটি ফরম তৈরি করেছে।

জানা গেছে, ফরমটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moedu.gov.bd) এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসে পাঠানো হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, এটা অত্যন্ত একটি ভালো পদক্ষেপ হয়েছে। কেননা, এতে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষকদের গ্রুপিং বন্ধ হবে। বিষয়টিতে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করায় শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এছাড়া শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য, যেমন কোচিং ব্যবসা, গলাকাটা ফি আদায়, প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করার মতো ঘটনা বন্ধ হবে। শিক্ষকদের মধ্যে মানসম্মত পাঠদানের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। ফলে সার্বিকভাবে জাতি ও আগামী প্রজন্ম উপকৃত হবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এসিআর এবং শিক্ষকের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে পুরস্কৃত এবং তিরস্কার উভয়ের ব্যবস্থা থাকছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ফরম সংগ্রহ করে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ওই বছরের কর্মমূল্যায়ন ফরম জমা দিতে হবে। মূল্যায়নকারীকে মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। কমপক্ষে তিন মাস চেনেন এমন ব্যক্তিই মূল্যায়নের যোগ্য।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট

এদিকে এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট জারিকৃত পরিপত্র প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক, কলেজ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব অধ্যক্ষ সিএম মাহমুদ, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান মাওলানা এমএ লতিফ, প্রধান শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মোঃ জাকির হোসেন বলেন, উপজেলা কর্মকর্তাকে এসিআর লেখার ক্ষমতা দেয়ার বিষয়টি চরম অন্যায় ও অবমাননাকর এবং বেআইনি। নিয়োগকারী ছাড়া অন্য কারও এসিআর লেখার অধিকার নেই। পরিপত্র প্রত্যাহার না করলে তারা আইনের আশ্রয় নেয়ার হুমকি দেন।